প্রেমচন্দের শিশুতোষ গল্পসংগ্রহ

প্রেমচন্দের শিশুতোষ গল্পসংগ্রহ

অনুবাদ
রামবহাল তেওয়ারী

প্রেমচন্দের শিশুতোষ গল্পসংগ্রহ
অনুবাদ : রামবহাল তেওয়ারী

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

চিত্রাঙ্কন
পার্থ সেনগুপ্ত

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রিন্টার্স
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ২৫০ টাকা

Premchander Shishutosh Golpasangraho Translated by Rambohal Tewari Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2020 Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736 Price: 250 Taka RS: 250 US 12 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94238-0-5

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

ভূমিকা

প্রেমচন্দ হিন্দির সেই সব মহৎ কথা-সাহিত্যিকদের একজন, যাঁরা বড়দের জন্য বিপুল কথা-সম্ভার রচনার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের জন্যও বিশেষভাবে কলম ধরেছেন।

প্রেমচন্দ শিশুদের জন্য কেবল গল্পই লিখেছেন। সে বিষয়ে কিছু বলার আগে জানা দরকার—তখন তাঁর মনে ছোটদের জন্য চিন্তা-ভাবনার স্বরূপ কী ছিল। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাঁর সেই ভাবনাই ছোটদের জন্য রচনায় প্রতিফলিত। প্রেমচন্দ ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর সম্পাদিত *হংস* পত্রিকায় 'শিশুদের স্বাধীন হতে দাও' (বচ্চোঁ কো স্বাধীন বনাও) শীর্ষক সম্পাদকীয় লেখেন। তাতে ছোটদের বিষয়ে তাঁর সমসাময়িক চিন্তার পরিচয় সুস্পষ্ট। তিনি লেখেন—'শিশুদের অবশ্যই এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে তারা জীবনে নিজের রক্ষা নিজেরাই করতে পারে। তাদের বিবেকের এমন জাগরণ দরকার যাতে তারা প্রতিটি কাজের দোষগুণ মনের চোখে দেখতে পায়। ছোটরা বড়দের কথা শুনবে। প্রেমচন্দ চাইতেন, কিন্তু চাইতেন না যে, মা-বাবা ডিকটেটারের মতো বাচ্চাদের রিমোট কন্ট্রোলটি তাদের নিজের হাতেই রাখেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মা বাবার রিমোট কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রিত বাচ্চাদের না হয় সমুচিত বিকাশ, না পারে তারা জীবনে সফল হতে। শিশুদের মৌলিক চিন্তাশক্তিকে সম্মান করা উচিত। জীবনে কিছু হয়ে ওঠার স্বাধীনতাটুকু তাদের অবশ্য প্রাপ্য।

অন্তরের এই চিন্তা থেকেই প্রেমচন্দ তাঁর ছোটদের গল্পগুলি লেখেন। তাঁর এই গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছে *জঙ্গলের গল্প* (*জঙ্গল কী কহানিয়াঁ*) বইটিতে। বর্তমান সংকলনে তার থেকে তিনটি গল্প নেওয়া হয়েছে। অন্য একটি দীর্ঘ কিন্তু মর্মগ্রাহী কাহিনি *একটি কুকুরের কাহিনি* (*কুত্তে কী কহানি*) ও শিশুদের জন্যই লেখা।

এ সংকলনে বাদবাকি গল্প তাঁর *মানসরোবর* গল্প-সংকলন থেকে গৃহীত। সেগুলি এ সংকলনে নেওয়ার কারণ দীর্ঘদিন ধরে এই গল্পক'টির সঙ্গে ছোটদের পরিচয় গড়ে উঠেছে।

এ সংকলনে সেই সব গল্পই আছে, যার মাধ্যমে প্রেমচন্দ কয়েক পুরুষ ধরেই মানবীয় সংবেদনার সঙ্গে মানবতা, ন্যায়-অন্যায়, নৈতিকতা, সামাজিক আচার-আচরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত মূল্যবোধ এবং সামাজিক সম্পর্কের মহত্ত্বের বিষয়ে পাঠদান করেছেন। *দুটি বলদের কথা* (দো বৈলোঁ কী কথা) এবং *একটি কুকুরের কাহিনি* (কুত্তে কী কহানি) এমন দুটি গল্প যাতে পশুর মুখে ভাষা বসিয়ে তাদের মানব চরিত্রের মতো তুলে ধরা হয়েছে। এইভাবে ছোটদের মনে প্রাণী-জগতের প্রতি সংবেদনা ও সহানুভূতি উদ্রেকের প্রয়াস করেছেন। অন্য কয়েকটি গল্প যেমন *ডাংগুলি* (গুল্লীডন্ডা), *চুরি* (চোরী), *কজাকী*, *অবুঝ বন্ধু* (নাদান দোস্ত), প্রভৃতি রচনায় ছোটদের সহজ স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ, খেলাধুলা এবং অভ্যাসের মাধ্যমে শিশুমনের সরল অভিব্যক্তি ঘটেছে। শিশুসাহিত্য তাই যা শিশুরা পড়বে, ভালোবাসবে এবং আপন করে নেবে। এক্ষেত্রে লেখকের বড় বা ছোট হওয়ায় তাদের কিছু যায় আসে না। গল্পগুলি কাদের জন্য লেখা এটাও তাদের কাছে গুরুত্বহীন। বড়দের লেখা বিশ্বের বেশ কিছু অমর সাহিত্যকৃতি আজ বিশ্বের শিশুসাহিত্যের ক্লাসিক (চিরন্তন) সম্পদরূপে পরিগণিত। কথাটি প্রেমচন্দের এই নির্বাচিত গল্পগুলি সম্পর্কেও খাটে। বেশ কয়েক প্রজন্ম ধরে ছোটরা বছরের পর বছর এগুলি পড়ে বড় হয়েছে। এবং আজও সেসব তাদের স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল। তাই সেগুলি বিশ্ব শিশুসাহিত্যের অমর রূপে পরিগণ্য। এই সংকলনে সেগুলি নেবার এটাই প্রধান কারণ।

প্রেমচন্দের গল্পের ভাষাশৈলী খুব সরল ও সহজবোধ্য। তবু যেখানে মনে হয়েছে আজকের পাঠক কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে অপারগ, সেখানে পাদটীকায় সে শব্দের অর্থ বোঝানো হয়েছে।

আশা করি শিশুসমাজের একটি বড় অংশ এই বইয়ের মাধ্যমে প্রেমচন্দের ছোটগল্পের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবে।

সূচিপত্র

মিঠু ৯
পাগলা হাতি ১২
বাঘ ও বালক ১৫
চুরি ১৯
কজাকী ২৭
ডাংগুলি ৩৮
দুই বলদের গল্প ৪৭
পঞ্চ পরমেশ্বর ৫৮
অবুঝ বন্ধু ৬৮
বড়দা ৭৩
একটি কুকুরের কাহিনী ৮২
পৌষের রাত ১১৫
নুনের দারোগা ১২১

মিঠু

বানরের তামাশা তো তোমরা অনেক দেখে থাকবে। মাদারীর ইশারায় বানর কেমন সব নকল করে, সেই দুষ্টুমিও তোমরা দেখে থাকবে। বাড়ির দাওয়া থেকে জামাকাপড় তুলে নিয়ে পালাতেও দেখে থাকবে। কিন্তু আজ আমি তোমাদের এমন একটা ঘটনার কথা বলব যা থেকে বুঝতে পারবে বানর বাচ্চাদের সঙ্গে বন্ধুত্বও পাতাতে পারে।

কিছুদিন হলো লক্ষ্ণৌয়ে একটা সার্কাস পার্টি এসেছিল। তাতে সিংহ, বাঘ, ভালুক, চিতা এবং আরো অনেক রকমের জীবজন্তু ছিল। এছাড়া মিঠু নামের একটা বানরও ছিল। ছেলেরা দলে দলে প্রতিদিন জন্তু-জানোয়ারদের দেখতে আসত। তাদের সবচেয়ে বেশি পছন্দ ছিল ওই মিঠু। ছেলেদের মধ্যে গোপালও ছিল। সে প্রতিদিন আসত এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ মিঠুর কাছে বসে থাকত। বাঘ, ভালুক, চিতা প্রভৃতির দিকে তার কোনো টান ছিল না। সে মিঠুর জন্য বাড়ি থেকে মটর, ছোলা, কলা প্রভৃতি নিয়ে আসত এবং খাওয়াত। মিঠুও গোপালকে এমন আপন করে নিয়েছিল যে, সে না খাওয়ালে কিছু খেতই না। এইভাবে গড়ে ওঠে দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব।

একদিন গোপাল শুনতে পেল সার্কাস পার্টি সেখান থেকে চলে যাবে। শুনেই তার মন খারাপ হয়ে গেল। সে মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে এলো। সে বলল—'মা আমাকে একটি আধুলি (পঞ্চাশ পয়সা) দাও। আমি গিয়ে মিঠুকে কিনে আনি। সে না জানি কোথায় চলে যাবে, তাহলে আর তাকে আমি দেখতে পাব না, সেও আমাকে না দেখতে পেয়ে কাঁদবে।' মা বোঝালেন—'খোকা, বানর কাউকে ভালোবাসে না। সে মহা শয়তান, এখানে এসে সবাইকে কামড়াতে শুরু করবে, মিছিমিছি গঞ্জনা শুনতে হবে।'

কিন্তু মায়ের যুক্তিতে কোনো কাজ হলো না। ছেলের কান্না আর থামে না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মা তাকে একটি আধুলি বের করে দিলেন। আধুলি পেয়ে গোপালের আনন্দ ধরে না। সে মাটি দিয়ে ঘষে আধুলিটি নতুন করে তুলল। তারপর গেল মিঠুকে কিনে আনতে। কিন্তু মিঠুকে তার জায়গায় দেখতে পেল না। ধড়াস করে উঠল তার বুক! মিঠু কোথাও পালিয়ে যায়নি তো? মালিককে আটআনা দেখিয়ে গোপাল বলল, 'কি মশাই, মিঠুকে আমার কাছে বেচবেন?' মালিক প্রতিদিন তাকে মিঠুর সঙ্গে খেলতে এবং খাওয়াতে দেখেছেন। হেসে বললেন, 'ঠিক আছে আবার যখন আসব মিঠুকে তোমাকে দিয়ে দেব।'

গোপাল হতাশ হয়ে চলে এল। আর মিঠুকে এদিক সেদিক খুঁজতে লাগল। মিঠুকে খোঁজায় সে এতই মগ্ন ছিল যে অন্য কোনো দিকে তার খেয়ালই ছিল না। বুঝতেই পারেনি যে, সে চিতা বাঘের খাঁচার কাছে চলে এসেছে। চিতা বাঘটি এতক্ষণ চুপচাপ শুয়েছিল। গোপালকে খাঁচার কাছে দেখে সে তার থাবা বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেল। গোপাল অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল, সে বুঝতেই পারল না যে চিতা বাঘের ধারালো থাবা তার হাতের কাছে এসে গেছে। চিতাটি তার হাত ধরে টান দেবার আগেই অকস্মাৎ না-জানি কোথা থেকে মিঠু লাফিয়ে এসে থাবায় কামড় দিতে লাগল, ততক্ষণে চিতাটি অন্য থাবা বের করে তাকে এমনই আঘাত করল যে, মিঠু মাটিতে পড়ে জোরে চিৎকার করতে লাগল।

মিঠুর এই অবস্থা দেখে গোপালও কাঁদতে লাগল। দু'জনের কান্না শুনে চারিদিক থেকে লোকজন ছুটে এল। দেখল মিঠু অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে আর গোপাল কাঁদছে। অবিলম্বে মিটুর ঘা-পরিষ্কার করা হলো, মলম দেওয়া হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে তার জ্ঞান ফিরে এল। সে ভালোবাসার চোখে গোপালের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। যেন বলতে চায় 'আর কাঁদছ কেন? আমি তো ভালো হয়ে গেছি।'

কিছুদিন ধরে মিঠুর মলম ব্যান্ডেজ চলল। সে পুরোপুরি সেরে উঠল। গোপাল প্রতিদিন আসে ও তাকে রুটি খাওয়ায়।

শেষে সার্কাস পার্টির অন্যত্র উঠে যাবার দিন এসে গেল। গোপাল মনে মনে খুবই উদ্বিগ্ন। সে মিঠুর খাঁচার কাছে এসে তার দিকে জলভরা চোখে তাকিয়ে ছিল। এমন সময় মালিক এসে জিজ্ঞাসা করলেন 'যদি তুমি মিঠুকে পেয়ে যাও তো তাকে নিয়ে কি করবে?'

গোপাল বলল—'আমি তাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব, তার সঙ্গে খেলা করব, তাকে নিজের থালায় খাওয়াব।'

মালিক বললেন—'ঠিক আছে, আমি আধুলি না নিয়েই মিঠুকে তোমার হাতে বিক্রি করলাম।'

গোপাল যেন হাতে স্বর্গ পেল। সে মিঠুকে কোলে তুলে নিল। কিন্তু মিঠু নিচে লাফিয়ে পড়ল আর গোপালের পিছনে পিছনে চলতে লাগর। খেলতে-খেলতে, লাফাতে-লাফাতে দুই বন্ধুতে বাড়ি এসে পৌঁছল।

পাগলা হাতি

রাজা মহাশয়ের বিশেষ বাহক হাতিটির নাম মোতি। এমনিতে মোতি সাদাসিধে। কিন্তু খুব বুদ্ধিমান। তবে মাঝে মাঝে তার মেজাজ যেত বিগড়ে। সে হারিয়ে ফেলত আত্মনিয়ন্ত্রণ। তখন তার কোনো কিছুর খেয়াল থাকত না। এমন কী মাহুতের কথাও মানত না। একবার এইরকম পাগল অবস্থায় সে মাহুতকেই মেরে ফেলে। রাজামশায় খবর পেয়ে প্রচণ্ড রেগে গেলেন। মোতিকে তার বিশেষ বাহকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। সাধারণ হাতির মতো সে কুলি হাতি হয়ে গেল। এখন তাকে কাঠ বইতে হয়, পাথর বইতে হয় আর রাত্রে বটগাছের তলায় মোটা শেকলে বেঁধে রাখা হয়। খাবার দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। শুকনো ডালপালা ফেলে দেওয়া হয় তার সামনে। সেই সব চিবিয়ে চিবিয়ে সে কোনো রকমে খিদে মেটায়। যখন সে মনে মনে আগের অবস্থার সঙ্গে বর্তমান অবস্থা মিলিয়ে দেখে তখন অস্থির হয়ে ওঠে। ভাবে কোথায় আমি রাজার সবচেয়ে প্রিয় হাতি ছিলাম, সম্মান ছিল, আর আজ সামান্য মজুর মাত্র। এসব ভেবে সে জোরে চিৎকার করে এবং লাফালাফি শুরু করে দেয়। শেষে একদিন সে এমন মত্ত হয়ে উঠল যে লোহার শেকল ছিঁড়ে জঙ্গলের দিকে ছুটে পালাল।

কাছেই একটি নদী ছিল। মোতি তাতে খুব ভালো করে স্নান করল। তারপর জঙ্গলের দিকে চলল। এদিকে রাজার লোকেরা তাকে ধরার জন্য তাড়া করল। কিন্তু ভয়ে তার কাছে যেতে কারো সাহস হলো না। জঙ্গলের জীব জঙ্গলে চলে গেল।

জঙ্গলে পৌঁছে সে সাথী বন্ধুদের খুঁজতে লাগল। আরো ভিতরে কিছুদূর যাবার পর অন্য হাতিরা তার গলায় দড়ি এবং পায়ে ভাঙ্গা শেকল দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল। কেউ কথাই বলল না। তারা হয়তো বোঝাতে চাইল—'গোলাম তো তুমি ছিলেই, এখন তুমি নেমকহারাম গোলাম। এ জঙ্গলে তোমার কোনো স্থান নেই।'

তারা চোখের আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত মোতি এক দৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর না জানি কী ভেবে সেখান থেকে মহলের দিকে ছুটে চলল।

রাস্তায় সে দেখতে পেল একদল শিকারীর সঙ্গে রাজামশায় ঘোড়ায় চেপে আসছেন। চট করে সে একটি বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। বেশ চড়া রোদ ছিল। একটু বিশ্রাম নেবার জন্য রাজামশায় ঘোড়া থেকে নামলেন। হঠাৎ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে মোতি হুঙ্কার দিতে দিতে রাজার দিকে দৌড়োল।

ঘাবড়ে গিয়ে রাজামশায় দৌড়ে পাশের একটি কুঁড়েঘরে ঢুকে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে মোতিও সেখানে এসে পৌঁছল। রাজামশায়কে ভিতরে ঢুকতে সে দেখে ফেলেছিল। প্রথমে সে শুঁড় দিয়ে চালাটি তুলে ফেলে দিল। তারপর পায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে চুরমার করে দিল।

ভিতরে ভয়ে রাজামশায়ের অবস্থা খুবই শোচনীয়। প্রাণে বাঁচার কোনো আশাই ছিল না। শেষ পর্যন্ত উপায়ন্তর না দেখে রাজা প্রাণের দায়ে পিছনের দেওয়ালে উঠে, সেখান থেকে লাফিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন। মোতি দরজায় দাঁড়িয়ে চালের দফারফা করে ভাবছে দেয়ালটি ফেলি কি করে? শেষে ধাক্কা মেরে সে দেয়ালও ভেঙে ফেলে। মাটির দেয়াল পাগলা হাতির ধাক্কা সইতে পারবে কেন? তবে রাজামশায়কে ভিতরে না পেয়ে সে বাকি তিনটি দেয়ালও ভেঙে ফেলে দিল। তারপর জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

ঘরে ফিরে রাজামশাই ঢ্যারা পিটিয়ে দিলেন, যে মোতিকে জ্যান্ত ধরে আনতে পারবে তাকে হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। টাকার লোভে বেশ কয়েকজন লোক তাকে ধরে আনতে জঙ্গলে গেল। কিন্তু কেউই ফিরে এল না।

মোতির মাহুতের একটি ছেলে ছিল। তার নাম মুরলী। তখন তার বয়স সবে মাত্র আট-নয় বছর। তাই রাজা দয়া করে তার আর তার মায়ের খোরপোষের জন্য কিছু টাকা দিতেন। মুরলী বালক হলেও বেজায় সাহসী ছিল। মোতিকে ধরে আনতে সে কোমর বেঁধে তৈরি হলো। মা নানাভাবে বোঝালেন, অন্যেরাও মানা করলেন। কিন্তু সে কারো কথা না শুনে জঙ্গলের দিকে রওনা দিল।

জঙ্গলে একটা গাছে উঠে মন দিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। শেষে দেখল মোতি মাথা নিচু করে ওই গাছটার দিকেই চলে আসছে। তার চলার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল যে, তার মেজাজ শান্তই আছে।

যেমনি মোতি সেই গাছটির নিচে এল, গাছের উপর থেকে সে মিষ্টি সুরে ডাকল, 'মোতি'। এই ডাকটি মোতির পরিচিত। সে ওখানেই দাঁড়িয়ে মাথা তুলে উপরে দেখতে লাগল। মুরলীকে দেখে সে চিনতে পারল। আরে এ তো সেই মুরলী, যাকে সে নিজের শুঁড় দিয়ে তুলে নিজের মাথায় বসাতো। 'আমিই এর বাবাকে মেরে ফেলেছি।' এসব ভেবে তার মনে বালকের প্রতি দয়া এল। খুশিতে সে শুঁড় দোলাতে লাগল।

মুরলী তার মনের ভাব বুঝতে পারল। গাছ থেকে নেমে সে তার শুঁড়ে আলতো করে টোকা দিতে লাগল। তারপর তাকে বসতে ইশারা করল। কিন্তু মোতি বসল না, শুঁড় দিয়ে মুরলীকে তুলে আগের মতো মাথায় বসিয়ে নিল। তারপর রাজমহলের দিকে যাত্রা করল।

মুরলী যখন মোতিকে নিয়ে রাজমহলের দরজায় উপস্থিত হলো—তখন সকলের বিস্ময়ের সীমা থাকল না। তবু কারো সাহস হলো না মোতির কাছে যেতে।

মুরলী চিৎকার করে বলল, ভয় পাবেন না। মোতি পুরোপুরি শান্ত হয়ে গেছে। ও আর কাউকে কিছু করবে না। তবু রাজামশাই ভয়ে ভয়ে মোতির কাছে এলেন। সেই প্রচণ্ড মোতি এখন গরুর মতো শান্ত হয়ে গেছে দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

রাজা মুরলীকে এক হাজার টাকা পুরস্কার তো দিলেনই, তার ওপর তিনি তাকে তাঁর খাস মাহুতের পদে বহাল করলেন। মোতি আবার রাজা মশাইয়ের সবচেয়ে প্রিয় হাতি হয়ে উঠল।

বাঘ ও বালক

শিশুরা তোমরা হয়তো বাঘ দেখনি। কিন্তু তার নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। হয়তো তার ছবিও দেখেছ, তার বিষয়ে কিছু পড়েওছো। বাঘ সাধারণত জঙ্গলে এবং জল কাদায় থাকে। কখনো কখনো সে ওই জঙ্গলের আশেপাশের গ্রামগুলোতে হানা দিয়ে মানুষ বা অন্য জীবজন্তু তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। কখনো বা যে-সব জন্তু জঙ্গলে চরতে যায় তাদের মেরে খেয়ে ফেলে।

অল্প কিছুদিন আগের কথা—একটি রাখাল ছেলে গরুর পাল নিয়ে চরাতে গেল জঙ্গলে। জঙ্গলে তাদের ছেড়ে দিয়ে নিজে একটি ঝরনার ধারে মাছ ধরতে লাগল। সন্ধ্যা হয়ে এলে সে তাদের জড়ো করল বাড়ি ফেরার জন্য। কিন্তু একটি কম পড়ল। এদিক ওদিক অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া গেল না। বেচারা খুব ঘাবড়ে গেল। 'মালিক আমাকে আর জ্যান্ত রাখবে না।' এখন আর খোঁজাখুঁজিরও উপায় নেই। গরুরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়বে। তাই সে গরুর পাল নিয়ে গ্রামে ফিরল এবং তাদের গোয়ালে বেঁধে কাউকে কিছু না বলেই হারানো গাইটির খোঁজে আবার বেরিয়ে পড়ল।

সেই বাচ্চা ছেলেটির সাহস দেখ। অন্ধকার হয়ে আসছে, চারিদিকে নীরব, নিস্তব্ধ জঙ্গল খাঁ খাঁ করছে, শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে, সে কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ তো সে গরুটাকে খুঁজল, কিন্তু অন্ধকার হয়ে এলে ভয় করতে লাগল তার। জঙ্গলে সমর্থ লোকেরাও ভয় পেয়ে যায়, আর সে তো সামান্য বালক মাত্র। কিন্তু এখন সে যাবেই বা কোথায়? যখন মাথায় আর কিছু এল না, তখন সে একটা গাছে উঠে পড়ল আর সেখানেই রাত কাটাবে স্থির করল। সে ঠিক করে নিল গরু না নিয়ে বাড়ি ফিরবে না। সারাদিনের ক্লান্তি পরিশ্রান্তির পর চট করে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম খাট ও বিছানার অপেক্ষা করে না।

হঠাৎ গাছটি এত জোরে নড়ে উঠল যে তার ঘুম ভেঙে গেল। পড়তে পড়তে সে কোনো রকমে রক্ষা পেল। ভাততে লাগল গাছটাকে কে নাড়াচ্ছে? চোখ রগড়ে নিচের দিকে তাকিয়েই তার গা শিউরে উঠল। দেখল একটি বাঘ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে লোভীর চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। তার প্রাণ উড়ে গেল। সে দুহাতে সজোরে ডাল জড়িয়ে ধরল। ঘুম উড়ে গেল।

কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল কিন্তু বাঘ আর সেখান থেকে নড়ে না। সে বার বার হুঙ্কার দিচ্ছে, লাফিয়ে লাফিয়ে ছেলেটিকে ধরবার চেষ্টা করছে। কখনো কখনো সে লাফিয়ে এত কাছে এসে যাচ্ছিল যে ছেলেটি ভয়ে চিৎকার করে উঠছিল।